বিশেষ প্রতিবেদন

স্পট : গজারিয়া

অভিযুক্ত ওসি আকবর

মাসে কোটি টাকা চাঁদাবাজি

ওসি আকবর আলী

গজারিয়ার সাধারণ মানুষ চাঁদাবাজ ওসি ও নেতাদের সন্ত্রাসের কাছে জিম্মি। বালুমহল, চর, লঞ্চঘাট, বাসস্ট্যান্ড, মদ-ফেন্ডি স্পট সব জায়গা থেকেই পুলিশ ও নেতাদের বাহিনী আদায় করে মাসোহারা। নেতাদের আছে খলিফা এবং সাহাবী বাহিনী। থানার মাসোহারা তোলার জন্য পুলিশের রয়েছে ক্যাশিয়ার ... লিখেছেন **বদরুল আলম নাবিল**

গজারিয়া থানার বর্তমান ওসি আলী আকবর গাজীর বিরুদ্ধে বছর দেড়েক আগে টঙ্গীবাড়ি থানায় ২টি চাঁদাবাজির মামলা হয়েছিল। তখন তিনি সেই থানারই ওসি'র দায়িত্বে ছিলেন। মামলা হওয়ার পর সারা মুন্সিগঞ্জসহ পুরো পুলিশ ডিপার্টমেন্টে তোলপাড় পড়ে যায়। আলী আকবরের চাকরি যাওয়ার উপক্রম হয়। আলী আকবরের দুর্দিনে তার দিকে মমতার হাত বাড়িয়ে দেন মুন্সিগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ মহিউদ্দিন। মহিউদ্দিনের মাধ্যমে ওসি আলী আকবর সহযোগিতা পান মুন্সিগঞ্জ জেলার দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদের। আলী আকবর দাবি করেন তিনি সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমেরও আত্মীয়। ২ সিনিয়র মন্ত্রী এবং মহিউদ্দিনের সহযোগিতা পেয়ে মামলাকারীদের সাথে সমঝোতা করে সে যাত্রা বেঁচে যান ওসি আলী আকবর। কিন্তু তাকে বদলি করা হয় একই জেলার গজারিয়া থানায়।

আলী আকবর নিজে শুধু গজারিয়ায় আসেননি, বদলি করিয়ে নিয়ে আসেন তার বিশেষ গ্রুপটিকে। এই গ্রুপে রয়েছেন তার বিশেষ দুই সহকর্মী। আলী আকবরের অপকর্মের অন্য দুই সহযোগী থানার সেকেন্ড অফিসার রফিকুল ইসলাম খান এবং চাঁদা তোলায় কেশিয়ারের দায়িত্ব পালনকারি কনস্টেবল ইউসুফও বদলি হয়ে চলে আসেন গজারিয়ায়।

এই ৩ চাঁদাবাজ পুলিশ গজারিয়ায় নতুন উদ্যমে চাঁদাবাজি শুরু করেন। গজারিয়া শহর থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত চরে লঞ্চঘাট,

ওসির মাসিক আয়ের আংশিক হিসাব

খাত	আয়
১. বালুমহল	১ লাখ
২. ফেন্সি রকিব	১৭ হাজার
৩. নৌ ডাকাত	৯০ হাজার
৪. মেঘনা ঘাট (পাথর আনলোড)	২০ হাজার
৫. বিভিন্ন মিল ফ্যাক্টরি	৩০ হাজার
৬. মেম্বারদের গম চুরি থেকে	৪০ হাজার
৭. ভবের চর পুলিশ ফাঁড়ি	৩০ হাজার
৮. প্রতিটি মামলা	৫ হাজার
৯. প্রতিটি পাল্টা মামলা	১০ হাজার
১০. হত্যা মামলা	১ লাখ
১১. ঢাকা-দাউদকান্দি বাস	১৫ হাজার
১২. জাগন আলীর বাংলা মদ	১০ হাজার
১৩. লক্ষ্মীপুরা তারা মেম্বারের ফেন্সি	১০ হাজার
১৪. চেরাচালানি থেকে	১ লাখ

বিএনপি নেতা আঃ হাইয়ের ভাই মহিউদ্দিন এবং চাচাত ভাই গোলাম মোস্তফার বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি এবং অস্ত্রবাজির অসংখ্য অভিযোগ সবার মুখে মুখে

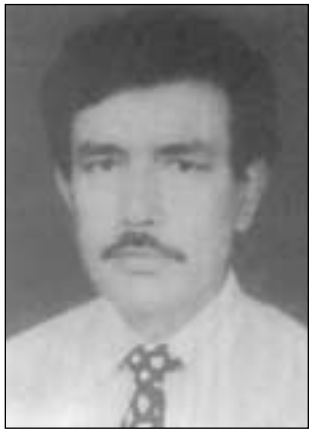

আবদুল হাই

মোহাম্মদ মহিউদ্দিন

আওয়ামী জেলা সভাপতি মোহাম্মদ মহিউদ্দিনের ৪ খলিফা এবং ৫ সাহাবির সন্ত্রাসের কাছে গত ৫ বছর গজারিয়াবাসী ছিল জিম্মি

বাসস্ট্যান্ড, বালুমহল, মদ-ফেন্সি স্পট সব জায়গা থেকে এরা আদায় করছে মাসোহারা। ওসি আলী আকবর গাজীর নেতৃত্বে গজারিয়া থানা পুলিশ প্রতি মাসে প্রায় ৪ লাখ টাকা মাসোহারা আদায় করে। এছাড়া প্রতিটি মামলা এন্ট্রি করতে ৫ হাজার টাকা, পাল্টা মামলা ১০ হাজার, সাধারণ ডায়েরি ৫শ' টাকা না দিলে গ্রহণ করা হয় না বলে জানা যায়।

গজারিয়ায় সরেজমিনে গিয়ে সর্বস্তরের জনসাধারণের সঙ্গে কথা বলে জানা যায় ওসি আকবর আলী গাজী টাকার বিনিময়ে সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বানাতে পারঙ্গম। গজারিয়া উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা ইউনিট কমান্ডার তানেশ উদ্দিন আহমেদ ২০০০কে বলেন, 'ওসি'র ব্যবহার অমায়িক, আমার সাথে দেখা হলে ভক্তিতে গদগদ হয়ে আমার হাতে চুমু খায়। তবে ঘুষ নেয়ায় তার জুড়ি মেলা ভার।'

সাবেক মন্ত্রী বিএনপি নেতা আ. হাই ২০০০কে বলেন, 'ওসি আকবর আলী সাধারণ মানুষ এবং বিরোধীদলীয় নেতা-কর্মীদের ওপর নানারকম অত্যাচার চালিয়েছে। সে ও তার বাহিনী ১০ টাকা থেকে ২ লাখ টাকা পর্যন্ত সব ধরনের ঘুষ নেয়।'

পুরনো বাউসিয়া গ্রামের আওয়ামী কর্মী জামাল উদ্দিন জানান, 'সে এবং তার বন্ধু ফারুক একদিন সন্ধ্যার পর মোটরসাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিলেন, ওসি তাদের গতিরোধ করে ২ জনকে থানায় নিয়ে যায় এবং তাদের বিরুদ্ধে ছিনতাইয়ের অভিযোগ আনে। পরে ৬ হাজার টাকার বিনিময়ে তাদের ছেড়ে দেয়।'

গজারিয়া উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি এবং অসডার একাডেমী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোখলেসুর রহমান ২০০০কে বলেন, 'কাশেম নামের এক যুবককে পুলিশ অকারণে ধরে নিয়ে যায়। কাশেমকে আমি ১০ হাজার টাকা দিয়ে ছাড়িয়ে এনেছি। ওসির পক্ষ থেকে কাশেমের টাকা নেন এসআই রফিকুল হক।'

এভাবে সর্বস্তরের মানুষের মুখে শোনা যায় ওসি'র ঘুষ এবং মাসোহারা গ্রহণের বিচিত্র সব কাহিনী। ওসি গজারিয়ার বালুমহল-

মহিউদ্দিনের ভাই বালু সিন্ডিকেটের প্রধান নিয়ন্ত্রা পৌর চেয়ারম্যান আনিসুজ্জামানের বিরুদ্ধে গুপ্তহত্যা, বাড়ি দখল, জমি দখল, টেন্ডার ও চাঁদাবাজির অজস্র অভিযোগ রয়েছে

আনিসুজ্জামান

গুলো থেকে প্রতি মাসে লক্ষাধিক টাকা মাসোহারা নেন, উপজেলার বিভিন্ন মিল-কারখানা থেকে মাসে তোলেন ৩০ হাজার টাকা, ইউপি মেম্বারদের গম চুরিতে সহায়তা করে ২ মাস পরপর পান ৭৫ হাজার টাকা, ভবেরচর পুলিশ ফাঁড়ি ওসিকে মাসে দেয় ৩০ হাজার টাকা, নৌডাকাত সামসুদ্দিন-জাকারিয়া বাহিনীর কাছ থেকে পান ৯০ হাজার এবং ৬০ প্যাকেট অবৈধ বেনসন সিগারেট। ফেন্সি সম্রাট রকিবকে সহায়তা করে মাসে পান ১৭ হাজার, জাগন আলীর অবৈধ মদের দোকান থেকে ১০ হাজার, বালুমহলগুলো থেকে যতগুলো নৌকা লোড হবে প্রতিটি নৌকা প্রতিবার লোডের জন্য ৫০ টাকা করে ওসিকে দিতে হয়।

এরকম অসংখ্য বৈধ-অবৈধ ব্যবসা থেকে ওসি মাসিক মাসোহারা তোলেন। ওসি আলী আকবর গাজী চাঁদাবাজি, মাসোহারার টাকা দিয়ে ঢাকার মিরপুরের গুদারাঘাটে ৫ তলা একটি বিশাল বাড়ি তৈরি করেছেন।

'ওসিকে জিজ্ঞেস করেছি ওদের গ্রেপ্তার করা হলো না কেন? সে বলেছে, এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নেই'

মুনিরুল ইসলাম
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
গজারিয়া

খুনের আসামি ১ লাখ টাকায় খালাস

গত বছর ২ জুন আকবর আলী গজারিয়া থানায় যোগদান করেন। এখানে এসে প্রথম তদন্তের দায়িত্ব নেন চরবলাকী গ্রামের গৃহবধূ চাঞ্চল্যকর পারভীন হত্যা মামলার। খুনিদের পক্ষে তদবির করতে ওসির কাছে আসে চরবলাকীর স্বঘোষিত সম্রাট এবং গজারিয়ার শীর্ষ সন্ত্রাসী গিয়াস উদ্দিন। ওসি ৩ জন আসামিকে চার্জশিট থেকে বাদ দেয়ার জন্য আসামি প্রতি ১ লাখ টাকা করে দাবি করেন। দর কষাকষি শেষে ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা নিয়ে ওসি হত্যা মামলার মূল ৩ আসামিকে বাদ দিয়ে চার্জশিট দেয়।

অন্যান্য আসামি প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ালেও পুলিশ তাদের ধরছে না। নিহত পারভীনের অবুঝ ৪ শিশু সন্তান মামুন (১২), সুমন (৯), শারমীন (৬), সালমা (৪) এখন গ্রাম ছাড়া।

গত ১০ ডিসেম্বর রাত ২ টার দিকে ভবেরচর বাস স্ট্যান্ডে ডাকাতি প্রস্তুতি কালে ফাঁড়ির পুলিশ ৫ জন আন্তঃজেলা ডাকাত আশরাফুল, তোফাজ্জেল, কাওসার, সাইফুল, আশরাফুলকে (২) গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসে। ওসি তাদের কোর্টে প্রেরণ না করে ৮০ হাজার টাকার বিনিময়ে পরদিন বিকেল ৪টায় ছেড়ে দেয়।

ওসির বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে, তিনি অকারণে ৫৪ ধারায় নিরীহ মানুষকে ধরে থানায় নিয়ে আসেন এবং তাদের কাছ থেকে ৫ থেকে ২০ হাজার

টাকা করে আদায় করেন। অন্যথায় চালান করার হুমকি দেন।

চোরাকারবারে সহযোগী

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক দিয়ে প্রতিদিন যাত্রীবাহী বাস, ট্রাক এবং অন্যান্য গাড়িতে কোটি কোটি টাকার চোরাকারবারী এবং অবৈধ মালামাল রাজধানীতে ঢুকছে। এর মধ্যে একটি বড় অংশ নৌপথে গজারিয়ার বাউশিয়া ঘাটে আসে। এখান থেকে ঢাকা-দাউদকান্দির বাসে রাজধানীসহ অন্যান্য জায়গায় পাচার হয়। গজারিয়া অংশ থেকে পাচার হওয়া সব অবৈধ মাল থেকেই মাসোহারা পাচ্ছে গজারিয়া থানা।

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ফেন্সিডিল সম্রাট রকিব প্রতিদিন ট্রলারযোগে প্রায় ২ হাজার ফেন্সিডিল বাউশিয়া ঘাটে এনে গাড়িতে প্রবেশ করায় রাজধানীতে। রকিব প্রতিমাসে ওসিকে দেয় ১৭ হাজার টাকা। মর্ডান সিমেন্ট ফ্যাক্টরি নৌপথে অবৈধ কেমিক্যাল আমদানি করে। একটি সংঘবদ্ধ গ্রুপ ওসি, জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি মোহাম্মদ মহিউদ্দিন এবং শামীম ওসমানের শেল্টারে নদীপথে বিভিন্ন জাহাজ থেকে অপরিশোধিত তেল চুরি করে। গজারিয়া নদীর তেল চুরির এক হোতা জালাল কমিশনার ৮/৯ মাস আগে একবার ট্রাকে চুরিকৃত তেলসহ কুমিল্লা পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল। সংঘবদ্ধ গ্রুপটি জাহাজ-কার্গো থেকে সরকারি গম-চালও চুরি করে বিক্রি করে।

গত বছর ২৭ নবেম্বর চৌদ্দগ্রাম থেকে একটি প্রাইভেট কার (ঢাকা-২৩৬০) ঢাকা আসার পথে ভবেরচর হাইওয়ে পুলিশ এক হাজার পিস ভারতীয় শাড়িসহ ঘটনার মূল নায়ক কামরুল হক চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করে। ওসি আলী আকবরকে প্রতিমাসে ৬০ হাজার টাকা মাসোহারা দেয় এই চোরাকারবারী। ক্লাইভের আটক সংবাদ শুনে ওসি দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে মাত্র ৫২ পিস শাড়ি সিজার লিস্ট দেখিয়ে বাকি শাড়িসহ কামরুল হক চৌধুরীকে ছেড়ে দেয়। এই কামরুল হক চৌধুরী প্রতিমাসে কোটি কোটি টাকার চোরাই মালামাল এই মহাসড়ক থেকে পাচার করেন বলে একাধিক সূত্র থেকে জানা গেছে।

ওসির সন্ত্রাসী পালন

গজারিয়ার বিচ্ছিন্ন চর এলাকা চরবলাকীর সন্ত্রাসী গিয়াস উদ্দিন এরশাদ আমলে ছিল জাতীয় পার্টি থেকে নির্বাচিত উপজেলা চেয়ারম্যান মেজর জসিম উদ্দিনের সহযোগী। খালেদা জিয়ার সময়ে বিএনপি'র ক্যাডার এবং '৯৬-এ ক্ষমতা পরিবর্তনের সাথে সাথে হয়ে ওঠেন আওয়ামী লীগ জেলা সভাপতি মহিউদ্দিন গজারিয়ায় নিযুক্ত ৪ খলিকার অন্যতম। চরবলাকীর চাঞ্চল্যকর পারভীন হত্যার খুনিদের পক্ষে তদবির করতে এসে গিয়াস উদ্দিনের সাথে সখ্য গড়ে ওঠে ওসি আকবর আলী গাজীর। এর সপ্তাহখানেক পরে ওসির মেয়ে ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হয়ে ঢাকার হলিফ্যামিলি হাসপাতালে ভর্তি হয় (বেড এসএফ-৩) সে সময়ে ওসির মেয়ের জন্য শরীর থেকে ২ ব্যাগ রক্ত দেয় টেরর গিয়াস। এরপর ওসির সহায়তা এবং মহিউদ্দিনের সহায়তায় গিয়াস উদ্দিন হয়ে ওঠে বেপরোয়া। মার্ডারের চরের চারশ' বিঘা খাস জমি নিয়ে নেন নিজ দখলে। বালুমহল, কলকারখানা, মাদক স্পটসহ বিভিন্ন জায়গায় চাঁদাবাজি করে এবং থানায় দালালি করে প্রায় নিরক্ষর গিয়াস উদ্দিন হয়ে ওঠে উপজেলার অন্যতম নিয়ন্ত্রক। মামলা-মোকাদ্দমার জন্য দু'পক্ষই তার কাছে যায়। বন্দুকযুদ্ধ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, জমি দখল, মিছিলে গুলি বর্ষণসহ সর্বত্রই গিয়াস সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে থাকে।

ছেলেহারা সফুরুন নেসার একমাত্র দাবি, আনোয়ারের হত্যাকারীদের শাস্তি। কিন্তু থানাকে তিন লাখ এবং নেতাকে ৫ লাখ টাকা দিয়ে ত্রুটিপূর্ণ চার্জশীটের ফাঁক গলে জামিনে বেরিয়ে এসেছে খুনি শাহ আলম বাহিনী

৪ খলিফা ৫ সাহাবি

আওয়ামী লীগের মুন্সিগঞ্জ জেলা সভাপতি মহিউদ্দিন গত ৪টি সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন মুন্সিগঞ্জ-৪ আসন থেকে, যা মুন্সিগঞ্জ সদর ও গজারিয়া উপজেলা নিয়ে গঠিত। মহিউদ্দিনের বাড়ি মুন্সিগঞ্জ শহরে, সে কারণে গজারিয়া উপজেলা নিজের করায়ত্তে রাখার জন্য গজারিয়ায় নিয়োগ করেছেন ৪ জন স্থানীয় প্রতিনিধি। যাদের স্থানীয় সাংবাদিকরা নাম দিয়েছেন ৪ খলিফা। মজার বিষয় হচ্ছে, মহিউদ্দিনের ৪ খলিফার সামাজিক পরিচয় তারা এই উপজেলার শীর্ষ সন্ত্রাসী।

৪ খলিফার মধ্যে সবচেয়ে ক্ষমতাবান হলেন প্রায় নিরক্ষর গিয়াস উদ্দিন। যার বিরুদ্ধে ১টি হত্যা মামলা, ১টি অস্ত্র মামলাসহ ৪টি মামলা হয়েছে গত ২ বছরে। কিন্তু ওসি এবং নেতার বদান্যতায় সবগুলোর চার্জশিট থেকে বাদ পড়েছেন অথবা রিপোর্ট হয়েছে মিথ্য মামলা।

অপর এক খলিফা জেলা যুবলীগের প্রচার সম্পাদক মেমিনুল হক টিটোর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে ৯টি। যার বেশির ভাগই চাঁদাবাজি অথবা দাঙ্গা-হাঙ্গামার। টিটো বর্তমানে পালাতক। তৃতীয় খলিফা মোহাম্মদ আলী খোকনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল ৩টি দাঙ্গা এবং অস্ত্র মামলা। সর্বকনিষ্ঠ খলিফা উপজেলা ছাত্রলীগ সভাপতি আতাউর রহমান খোকন নেকির বিরুদ্ধে রয়েছে অসংখ্য দাঙ্গা এবং সন্ত্রাসের অভিযোগ।

এই ৪ খলিফার রয়েছে আবার ৫ সাহাবি। সাহাবিরা হলেন থানা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মোজাম্মেল হক, যার বিরুদ্ধে মামলা ছিল ৪টি। ছাত্রলীগ জেলা কমিটির সদস্য সাহাব উদ্দিন। এর নামে মামলা আছে ২টি। সপ্তাহ তিনেক আগে সে একটি খুনের মামলায় জেল থেকে জামিনে বেরিয়েছে। সততা সিন্ডিকেটের সভাপতি সামসুদ্দিনের নামে রয়েছে ৫টি দাঙ্গা মামলা। এই সিন্ডিকেটের অপর সদস্য জাকারিয়ার

বিরুদ্ধেও রয়েছে ৫টি মামলা। ৫ নম্বর সাহাবি শাহ আলম বালুকান্দির আনোয়ার হত্যা মামলায় সম্প্রতি জেল থেকে জামিন পেয়ে বেরিয়েছে। শেষোক্ত ৩ জন বিএনপির রাজনীতির সাথে জড়িত থাকলে, গত ৫ বছর এই সন্ত্রাসীরা আওয়ামী সন্ত্রাসী গ্রুপটির সাথে কখনো কখনো এক হয়ে কাজ করেছে।

এই ৪ খলিফা এবং ৫ সাহাবির সন্ত্রাসের কাছে গত ৫ বছর গজারিয়াবাসী ছিল জিম্মি। গত ১১ জানুয়ারি উপজেলা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির ৩৮তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় গজারিয়া উপজেলার সবক'টি (৮টি) ইউনিয়ন চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ উপজেলার অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপজেলার সন্ত্রাসীদের একটি তালিকা তৈরি করে রেজুলেশন করা হয় এবং ওসিকে নির্দেশ দেয়া হয় এদের গ্রেপ্তারের। যে তালিকায় ৪ খলিফাসহ মতিন, শাহ্ আলম, রতন, হাবিবুল্লাহ মেম্বার এবং আজাদের নাম ছিল। কিন্তু ওসি আকবর আলী গাজী কাউকেই গ্রেপ্তার করেনি। এ সম্পর্কে ওসি প্রতিবেদকের এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'এদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা নেই, গ্রেপ্তার করবো কিভাবে!'

অনুসন্ধানে জানা যায়, তালিকাভুক্ত ৯ জনের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা ছিল অথবা আছে। ভয়ে অনেক মানুষ নির্যাতিত হয়েও এদের বিরুদ্ধে মামলা করার সাহস পায় না। এরা প্রতিদিনই কোনো না কোনো অপরাধ করছে অথচ ওসি এদের নির্দোষ বলে চালানোর চেষ্টা করেছেন। আসল কথা হলো, এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেয়ার জন্য ওপর থেকে সিগন্যাল ছিল। তাছাড়া এরা সবাই ওসির অর্থ আয়ের সোর্স।

এ সম্পর্কে গজারিয়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার মুনিরুল ইসলাম ২০০০কে বলেন, 'আমি কয়েক মাস হলো এখানে এসেছি। আমি বিষয়টি অবগত হয়ে ওসিকে জিজ্ঞেস করেছি ওদের গ্রেপ্তার করা হলো না কেন? সে বলেছে, এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নেই।'

ওসি আকবর আলীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলো একবার তদন্ত করেছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার একেএম শাহজাহান, কিন্তু অদৃশ্য শক্তি তা ফাইল চাপা দিয়ে রেখেছে।

ওসিকে আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম তার ঘুষ ও মাসোহারা গ্রহণের অভিযোগ সম্পর্কে। তিনি স্বীকার-অস্বীকার কোনোটাই না করে বলেন, 'আমার চাকরি ট্রান্সফারেবল। তত্ত্বধায়ক সরকার এসেছে, আমি বদলি হতে মানসিকভাবে প্রস্তুত।' ওসির ভাবখানা এমন, যতই পত্রিকায় লেখা হোক, তদন্ত হোক, বড় জোর বদলি হবে, এরচেয়ে বেশি তো নয়।

নেতার আয়ের হিসাব মেলে না

মোহাম্মদ মহিউদ্দিন '৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ করেছেন, তারপরে বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত দেহরক্ষী ছিলেন। ৪ বার নির্বাচন করে ১ বার জিততে পারলেও মুন্সিগঞ্জে তার একটি ক্লিনম্যান ইমেজ ছিল। কিন্তু '৯৬-তে ২১ বছর পর আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলে ক্ষমতা আর অর্থের প্রলোভনে ক্লিনম্যানের চরিত্রে বিস্ময়কর পরিবর্তন আসে। ধারণা করা হয়, '৯৭ সালে গজারিয়ার চাঞ্চল্যকর মোমিন হত্যা থেকে মোহাম্মদ মহিউদ্দিন হাতে খড়ি। এ মামলার আসামি শ্রমিক নেতা আমানুল্লাহ চার্জশিট থেকে বাদ পড়ার জন্য মহিউদ্দিকে দেন এক লাখ টাকা।

'কাশেমকে আমি ১০ হাজার টাকা দিয়ে ছাড়িয়ে এনেছি। ওসির পক্ষ থেকে কাশেমের টাকা নেন এসআই রফিকুল হক'

মোখলেসুর রহমান
সভাপতি, গজারিয়া উপজেলা প্রেসক্লাব এবং প্রধান শিক্ষক, অসডার একাডেমী মাধ্যমিক বিদ্যালয়

একটি সূত্র জানিয়েছে, গত ডিসেম্বরে বালুয়াকান্দি গ্রামের যুবক আনোয়ারের খুনি শাহ আলম বাহিনী থেকে মহিউদ্দিন ৫ লাখ টাকা নিয়েছেন। এভাবে গজারিয়া এবং মুন্সিগঞ্জে গত সাড়ে ৪ বছরে যতগুলো হত্যা মামলা এবং এটেম টু মার্ডার মামলা হয়েছে প্রায় সবগুলোতেই আসামি পক্ষ থেকে টাকা নিয়েছেন মহিউদ্দিন।

তবে মোহাম্মদ মহিউদ্দিনের সবচেয়ে বড় ইনকাম সোর্স হচ্ছে বালুমহল। গজারিয়ায় বেশ কয়েকটি বালুমহল রয়েছে, যে মহলগুলো থেকে দৈনিক প্রায় কোটি টাকার বালি কেটে রাজধানী এবং তার আশপাশের জেলাগুলোর ডোবা, নালা, ঝিল-বিল ভরাট করা হয়। ঘর-বাড়ি, কল-কারখানা এবং রাস্তা তৈরি হচ্ছে। গজারিয়ার বিভিন্ন নদী থেকে যে কোটি কোটি টাকার বলি কাটা হচ্ছে তার কমপক্ষে ৮০ ভাগ সরকারি রয়ালিটি ফাঁকি দিয়ে অবৈধভাবে কাটা হচ্ছে। আধা বিঘা চরের বালি কাটার ডাক এনে কেটে ফেলছে ১০ বিঘা বা তারো বেশি। মহল থেকে যা বালি উত্তোলন করা হয় তারচেয়ে অনেক অনেক কম দেখিয়ে সরকারি পাওনা টাক আত্মসাৎ করা হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে যিনি ডাক এনেছেন তিনি বালু কাটতে পারেন না, কেটে নেন নেতার আশীর্বাদভাজন বালু সিন্ডিকেট গ্রুপটি। চরবলাকির দেলোয়ার হোসেন ৩টি মহলের ডাক আনলেও ১টি থেকেও বালি কাটতে পারেননি।

অবৈধ বালি কাটিয়াদের অতি লোভের কারণে গজারিয়ার বেশ কয়েকটি গ্রাম এবং মেঘনা ব্রিজ হুমকির মুখে। মেঘনা ব্রিজ সংলগ্ন ডান পাশে প্রজেক্ট বিল্ডার্স (পিবিএল) মাস ৬ আগে ড্রেজার দিয়ে বালি কাটা শুরু করে। ২০/২৫ দিন বেপরোয়া বালি কাটার পর ভবানীপুর গ্রামের এক চতুর্থাংশসহ ব্রিজের ডান পাশের হাফ বর্গকিলোমিটার জমি ২ থেকে ৩ হাত নিচে ডেবে যায়। অন্যদিকে একইরকম অবৈধ বালি কাটার ফলে চরবলাকি গ্রামের প্রায় এক হাজার পরিবারের বাড়ি ঘর নদীতে বিলীন হয়ে গেছে।

মেঘনা ব্রিজের নিকটবর্তী মহলটির বালু কাটার ঠিকাদারি নিয়েছে হোসেনদি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মাহবুবুল হক মঞ্জু আর ড্রেজারের মালিক হচ্ছেন ইমামপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আঃ সাত্তার খান।

এসব অবৈধ বালি ব্যবসায়ীদের রয়েছে একটি সিন্ডিকেট। যে সিন্ডিকেটের নাম মুন্সিগঞ্জ বালি উত্তোলন সমিতি। এর সভাপতি আমিরুল ইসলাম। এই সিন্ডিকেটে আরো আছেন পৌর চেয়ারম্যান আনিস, ইয়ানবী, ইয়াকুব, আমির হোসেন, হাসান চেয়ারম্যান, মজনু চেয়ারম্যান, শফি এবং নজরুল চেয়ারম্যানসহ আরো কয়েকজন।

এই বালু সিন্ডিকেটটির একমাত্র পৃষ্ঠপোষক আওয়ামী জেলা সভাপতি মহিউদ্দিন। প্রশাসনকে ম্যানেজ করার সব দায়িত্ব তিনি পালন করেন, অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপ যাতে সুবিধা না করতে পারে তাও তিনি এবং তার ক্যাডার বাহিনী দেখেন। এর বিনিময়ে মহিউদ্দিন বালুমহল থেকে অর্জিত আয়ের অর্ধেক পান। যার পরিমাণ দৈনিক ৪০ থেকে ৫০ হাজারের নিচে নয়।

মহিউদ্দিনের খলিফা বাহিনী মেঘনা তেতুউ তলা ঘাটে পাথর লোড-আনলোড স্পট থেকে মাসে ৫০ হাজার টাকা মাসোহারা আদায় করে।

একটি বাহিনী মুন্সিগঞ্জ-গজারিয়ার

নদীগুলোতে প্রতিনিয়ত ডাকাতি করে। কিন্তু থানায় এসব ডাকাতির মামলা নেয়া হয় না। জানা গেছে শামীম ওসমান এবং মহিউদ্দিনের একটি যৌথ নৌপথের বাহিনী রয়েছে, যারা সব সময় অস্ত্র-সস্ত্রসহ ট্রলারে নদীতে থাকে, এরাই এসব বড় বড় ডাকাতিগুলো করে থাকে বলে এলাকার মানুষ বিশ্বাস করে।

গজারিয়ার বউশিয়ার একটি টেক্সটাইল মিল করার জন্য ৫০ কানি জমি কিনেছিলেন পপি লাইব্রেরির মালিক কুমিল্লার অধ্যাপক আঃ মজিদ। নিচু জমিটিতে বালি ভরাটের জন্য দায়িত্ব দেয়া হয় স্থানীয় এক ঠিকাদারকে। কয়েকদিন পরেই মহিউদ্দিনের খলিফা বাহিনী এসে কাজ বন্ধ করে দেয় এবং দাবি করে ভরাটের কাজ তাদের দিতে। কিন্তু আঃ মজিদ রাজি না হওয়ায় ৩ বছর পর্যন্ত ভরাটের কাজ এবং মিল তৈরির কাজ বন্ধ হয়ে আছে।

একই জায়গায় কুমিল্লার এমপি লোটাস কামাল ৭০ কানি জমিতে টেক্সটাইল মিল করার জন্য বালি ভরাট করতে শুরু করলে খলিফা বাহিনী তাও বন্ধ করে দেয়। বালুয়াকান্দিতে কনকর্ড হাউজিং শেষ পর্যন্ত খলিফা বাহিনীকে বালি ভরাটের কাজ দিতে বাধ্য হয়েছে।

সাবেক মন্ত্রী আঃ হাই জানিয়েছেন, মহিউদ্দিন আহমেদ প্রতি বছর সারের ডিলার নিয়োগের সময় প্রত্যেকের কাছ থেকে ২০ থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত নিয়েছেন। স্কুলের মাস্টার নিয়োগে প্রত্যেকের কাজ থেকে ৫০ হাজার থেকে ১ লাখ টাকা নিয়েছেন। এমনকি রাস্তার মোড়ে মোড়ে লালশালু টানিয়ে খাজা বাবার ডেগ বসিয়ে যারা চাঁদা তুলতো, তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে দৈনিক ৫শ' থেকে ১ হাজার টাকা করে নিত। শুধু মহিউদ্দিন নিজে নয়, তার ছেলে এবং ভাইরাও চাঁদাবাজি এবং সন্ত্রাসে কম পারঙ্গম নয়। তার ভাই পৌর চেয়ারম্যান আনিসুজ্জামান আনিস শিষনাগ উপাধি পেয়েছেন। 'প্রাপ্ত অভিযোগ সম্পর্কে কথা বলতে চাইলে মোহাম্মদ মহিউদ্দিন বার বার এরিয়ে যান। মোবাইলে ফোন করা হলে ব্যস্ত আজ নয় কাল এরকম করে এরিয়ে গেছেন। অবশেষে দেখা না করে ফোনে কথা বলেন। তিনি বলেন, 'আপনি যা জেনেছেন লিখে দেন। আমার নামে কেউ চাঁদা তোলে কিনা আমি জানিনা।'

গজারিয়া থানা ভবন : যে খানে পা দিলে ঘাসও ঘুষ চায়

বিএনপি গ্রুপ পিছিয়ে নেই

বিএনপি নেতা আঃ হাইয়ের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি বা মাসোহারা গ্রহণের সরাসরি কোনো অভিযোগ পাওয়া যায় না। তবে তার ভাই মহিউদ্দিন এবং চাচাত ভাই গোলাম মোস্তফার বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি এবং অস্ত্রবাজির অসংখ্য অভিযোগ সবার মুখে মুখে। আঃ হাইও তা অস্বীকার করেন না। তার এই দু'গুণধর ভাই '৯৭ সালে একবার অস্ত্রসহ ধরা পড়েছিল। মুন্সিগঞ্জের মুক্তারপুর এলাকার মানুষ এদের কাছে জিম্মি।

আঃ হাইয়ের আরেক সহযোগী হরগঙ্গা কলেজের সাবেক ভিপি তারেক কাসেম খান মুকুল ১টি হত্যা মামলা এবং ২টি রেপ মামলাসহ কয়েকটি মামলার আসামি। সে একবার বাবা-মায়ের সামনে এক কিশোরীকে ধর্ষণ করে।

আঃ হাইয়ের বাহিনী মুক্তারপুরের অবৈধ কারেন্ট জাল ব্যবসায়ী হাজি সাব্বিরের হাতের আঙ্গুল কেটে নিয়ে গেছে, তার অপরাধ সে ত্রখন আঃ হাই গ্রুপকে চাঁদা না দিয়ে মহিউদ্দিন গ্রুপকে দেয়।

আঃ হাই নিজে বসির মাতব্বর হত্যা মামলাসহ ৪টি মামলার আসামি। যদিও তিনি বলেছেন এসব মামলা সাজানো।

গজারিয়ার আঃ হাইয়ের নামে যারা সন্ত্রাস করে তাদের মধ্যে রয়েছে জেলা যুবদল সাধারণ সম্পাদক মুজিবুর রহমান, উপজেলা বিএনপি সেক্রেটারি সিরাজুল ইসলাম পিন্টু, গজারিয়া কলেজের সাবেক ভিপি ইদ্রিস মিয়াজি, মিজানুর রহমান এবং কালাম মেম্বার। গত ৫ বছর এই গ্রুপটি কোণঠাসা ছিল, বর্তমানে এরা আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে। যার ফলশ্রুতিতে ২ দলের সন্ত্রাসী গ্রুপ ২টির মধ্যে সম্প্রতি ২টি বন্দুক যুদ্ধ হয়েছে। মিছিলে গুলি বর্ষণের ঘটনা ঘটেছে একাধিক।

বাউশিয়া ঘাটে জাগনআলীর রয়েছে অবৈধ বংলা মদের দোকান। শেল্টারের বিনিময়ে জাগন ওসিকে দেন প্রতিমাসে ১০ হাজার টাকা

জাগন আলীর খুপরিঘর থেকে বাংলা মদ কিনছেন জনৈক

ছবি : **জব্বার হোসেন**